বিবর্তন
BIBARTAN
A Bengali News Fortnightly
20th year 4th ISSUE
1st Jun, 2019

পানিহাটির অনন্য ঐতিহ্য-রাঘব ভবন ও দণ্ড মহোৎসব

ডঃ শেখর শেঠ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত পার্ষদগণের মধ্যে রাঘব পণ্ডিত অন্যতম। পুণ্যভূমি পানিহাটিতেই তাঁর বসবাস ছিল। দেগঙ্গা—বেঁড়াচাঁপা অঞ্চলের রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী চন্দ্রকেতু গড়। সেই রাজার তৈরী খাল আর রাস্তা একসময় সেই প্রাচীন জনপদকে যুক্ত করতো এই পানিহাটির সঙ্গে। সেই চন্দ্রকেতু রাজার রাজ পুরোহিত ও সভা পন্ডিত ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ চতুর্বেদী—রাঘব পণ্ডিতের পিতামহ। তিনিই এই বাড়িতে রাধা মদনমোহন জিউয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাঘব হয়ে ওঠেন পণ্ডিত। রাঘব পণ্ডিত ছিলেন বংশপরম্পরাক্রমে দেবসেবায় সমর্পিত—প্রাণ। তরুণ বয়সে নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের টোলে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে বিদ্যার্জন করেছিলেন। সেই সূত্রেই শ্রীচৈতন্যের এই গৃহে দু-দুবার আগমন। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাটই পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীগৌরনিতাইয়ের লীলাক্ষেত্র রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট নামে খ্যাতি লাভ করে। বর্তমানে এই পুণ্যস্থান 'রাঘব ভবন' নামেও পরিচিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনকালে পানিহাটিতে শুভাগমন করেছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আষাঢ় ১৪৩৭ শকব্দ (জুন ১৫১৫)। কুমারহট্টে শ্রীবাসমন্দিরে কিছুদিন বাস করে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হয়েছিলেন নদী পথে নৌকা করে পানিহাটিতে। রাঘবপণ্ডিত দণ্ডবৎ প্রাণপাত করে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন:

হেনমতে পানীহাটী গ্রামে ধন্য করি।
আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।

১৪৩৬ শকব্দের শারদীয়া বিজয়া দশমীর দিন (২৮ সেপ্টেম্বর ১৫১৪) শ্রীচৈতন্য কয়েকজন পার্ষদ নিয়ে নীলাচলে থেকে যাত্রা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল 'জননী ও জাহ্নবী' দর্শন। 'অষ্টাদশ দিবসে' পিছলদা থেকে নৌকায় করে সেদিনই, কার্তিকী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে, পানিহাটির ঘাটে অবতরণ করেছিলেন। শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদে বিবরণ।

রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লাঞা গেলা।
পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্ট সৃষ্টে আইলা।।
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে যাইলা যাহা শ্রীনিবাস।।

এই 'রাঘব ভবন' মহাপ্রভুর কতটা প্রিয় তার প্রমাণ শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত থেকে উদ্ধৃতি লেখা: "শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ নর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে আর রাঘব ভবনে, এই চারিঠাই প্রভুর সদা আবির্ভাব।"

বাংলার রন্ধন শিল্পের ইতিহাসে রাঘব অবদান অপরিসীম। রাঘব ভবনের রান্নার প্রশংসা যেভাবে নথিভুক্ত হয়েছে চরিতামৃতে, সেটিও নজর করার মতো বিষয়।

রাঘব পন্ডিত ঘরে ভোজন করিল।
রাঘবের শাক অন্ন প্রভু প্রশংসিল।।
শাকে বড় প্রিয় গোসাঞি আম্রে বড় প্রিয়।
শ্রীনিবাস বলে রাঘব জিয় জিয়।।

মহাপ্রভু নীলাচল যাওয়ার পরে প্রতি বছর রথের সময় রাঘব পন্ডিতের বাল্য বিধবা ভগিনী দময়ন্তী দেবীর তত্বাবধানে রাঘব ভবন থেকে ঝোলায় করে প্রভুর প্রিয় খাদ্যদ্রব্য শ্রীক্ষেত্র পাঠানো হতো। বৈষ্ণব ট্রেডিশনে এর নাম "রাঘবের ঝালি"। এই খাদ্যবস্তু গুলি আমকাসুন্দি, আদা ঝালকাসুন্দি, লেম্বু আদা, অম্রকলি, আমসী, আম্রখন্ড, তৈলাম্র, আমতা, ধনিয়া, মৌরী, তন্ডুল, নাড়ু, কোলিশুনী, কোলিচুর্ণ, কোলিখনশ, নারিকেলখন্ড, নাড়ু গঙ্গাজল সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য। ভক্তিভাজন রাঘব ও দময়ন্তীর আন্তরিক আতিথ্য গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য এই ভক্তপরিবারটিকে কৃতার্থ করেছিলেন। রাঘব পন্ডিত ও দময়ন্তীর আতিথ্যে পরিতৃপ্ত শ্রীচৈতন্য মন্তব্য করেছিলেন:

গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব—আলয়।।

দন্ড মহোৎসব—সেদিনটি ছিল ১৪৩৮ শকাব্দের জ্যেষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সপ্তগ্রামের রাজকুমার দাস রঘুনাথ ছুটে আসেন পেনেটিতে। আত্মসমর্পণ করেন প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীচরনে। হয়েছিল দন্ড মহোৎসব বা চিড়া উৎসব। এই প্রসঙ্গে চৈতন্য চরিতামৃতে রয়েছে—

শুনি প্রভু কহে, চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দন্ডন।।

সে দন্ড ছিল সমবেত ভক্তদের মধ্যে চিড়া-দধি সহযোগে ফলাহারের

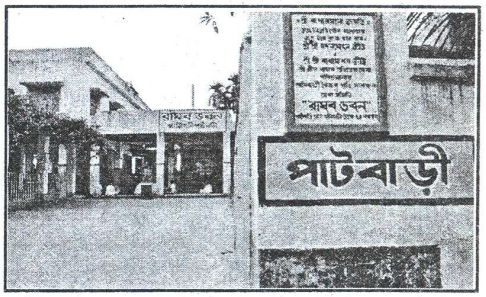

বিতরণ।

রঘুনাথ সমবেত ভক্ত যেমন রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারী, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, রায়শেখর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্ণ দাস, উদ্ধারণ প্রমুখের সহায়তায় সবাইকে ফলাহারে অ্যাপায়িত করেন। এমন সময় রাঘব পন্ডিত সেখানে উপস্থিত হলে নিত্যানন্দ তাঁর গৃহে রাত্রি বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সকলে ঐ দিন নৃত্যগীত সহযোগে শ্রীচৈতন্যের মহিমাকীর্তন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখছেন—

'এই তো কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার।'

এই চিড়া উৎসবকে কেন্দ্র করে রাঘব ভবনে সেই দিন সন্ধ্যায় বসেছিল হরিসংকৃর্তনের আসর নিত্যানন্দের নিত্য দর্শন করেছিলেন মহাপ্রভু।

মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দরশন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন চৈ চ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।।

শ্রীচৈতন্যের নতুন সমাজ গঠনের আহ্বানে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন রাঘব। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে মহাপ্রভু নীলাচলে চলে যাওয়ার পর এই গৃহে ফিরে আসেন নিত্যানন্দ। প্রায় তিনমাস সময় ধরে এখানেই গৌড়ের বৈষ্ণব সমাজ তাঁদের নীতি দর্শন ও আদর্শ প্রচারের কৌশল স্থির করে এই রাঘব ভবনে বসেই। সেই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন এই রাঘব পন্ডিত। এই পর্যায়ে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় এই পানিহাটিতেই যার আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাঘব পন্ডিতের। এই পর্যায়ে নিত্যানন্দের নানা অলৌকিক লীলার কথা লেখা আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে, যার সাক্ষী রাঘব পন্ডিত। নিত্যানন্দ এই সময় কিছুদিন এই গ্রামে থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে লিপ্ত ছিলেন। শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—রাঘব পন্ডিত হয়েছে—রাঘব পন্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। ইহলীলা সংবরণ করার পর রাঘব পন্ডিতকে বৈষ্ণব প্রথা মেনে সমাধিস্থ করা হয় এই প্রাঙ্গণেই। আর তাঁর সমাধির উপর একটি মাধবী লতা রোপণ করা হয়।

বিশ্বাসীরা মনে করেন এই মাধবী কুঞ্জ সেই প্রাচীন মাধবীলতা থেকেই ক্রমে তৈরী হয়েছে। রাঘব ভবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পানিহাটিতে রাঘব ভবনে ৫০০ বছর আগে শ্রীচৈতন্য এসেছেন। তার প্রায় ৩৫০ বছর পরে এসেছেন আর এক অবতার পুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বারে বারে দন্ড মহোৎসবে এসেছেন-মহোৎসব তলায়, মণিসেনের ঠাকুর বাড়ি ও রাঘব ভবনে। যার উল্লেখ রয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে।

বাংলার যুগপুরুষ বা অবতার পুরুষ পদধুলি পড়েছে পানিহাটিতে এবং রাঘব ভবনে। এই সম্মিলন পূর্ব বিরল নয়—অনন্য। সেই হিসাবে রাঘব ভবন এক মহিমান্বিত পুণ্য স্থানের মর্যাদার অধিষ্ঠিত।

মহোৎসবতলায় ও রাঘব ভবনে সেদিন সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর ঐ তিথিতে পানিহাটিতে 'দন্ড মহোৎসব' বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়। লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পুণ্যার্থীর সমাবেশে, এই বছর ২০১৯, ১৫ ই জুন ৫০৩ তম দন্ড মহোৎসহ হতে চলেছে। সোদপুর স্টেশনের পশ্চিম দিকে স্টেশন রোড ধরে মীনা সিনেমা (পিয়াললেস) বাস স্টপেজ পার হয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে রাঘব পন্ডিতের ভবনে আসা যায়। কাছে রয়েছে পানিহাটি খেয়া ঘাট।